R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

১২শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই কার্তিক, বুধবার, ১৪১২ সাল।
২রা নভেম্বর, ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা।
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বিদ্যুৎ দপ্তরের দ্বিচারিতায় কয়েকজন চাষী আদালতের আশ্রয় নিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডলপুর, জামুয়ার ইত্যাদি গ্রামের বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল চাষী সেচের প্রয়োজনে ডীপ টিউবওয়েলের জন্য ৯০,০০০ থেকে ১,৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা দেন রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে। দীর্ঘ এক বছর পার হয়ে গেলেও সে সুযোগ তাঁরা আজও পাননি। তাই বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে দু' মাসের মধ্যে লাইন দেবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে, ওদের সব রকম নিয়মকানুন মেনে, আবেদনপত্রের সঙ্গে জলসম্পদ দপ্তরের সংশাপত্রসহ নগদ ১০০০ টাকা জমা দিয়ে তালিকাভুক্ত হতে হয়। এরপর বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে সরজমিন তদন্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি, পি, এম-এর অন্তর্দ্বন্দ্বে বোমায় একজনের মৃত্যু—তিনজন জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৮-১০-০৫ দুপুর তিনটা নাগাদ সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধানের নিজ গ্রাম বিষ্ণুডাঙ্গার দক্ষিণে চামুন্ডা সেখপাড়ায় সি, পি, এম-এর দু'টি গোষ্ঠীর বোমাবাজিতে তাহের সেখ (৩৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। এছাড়া আহত তিনজনকে সাগরদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আবুজাকে ছেড়ে দিলেও বাকী ২ জন নজরুল সেখ ও তারজিনা বিবিকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গ্রামের পুরোনো সি, পি, এম, নেতা জাহির সেখের সঙ্গে নবাগত সি, পি, এম, সমর্থক পাতু সেখদের নেতৃত্ব নিয়ে একটা মনোমালিন্য চলছিলো। জাহিরের পরিবারকে রেশন ডিলারের বেশী কেরোসিন দেওয়া নিয়ে ঐদিন ডিলারকে পাতু সেখের ছেলে ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফ্যামিলি প্ল্যানিং বিভাগে শিশুদের সঙ্গে টি বি রোগীদের সহাবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সচ্চিদানন্দ সরকার গত ২৯ অক্টোবর বেলা ১১টা নাগাদ হঠাৎ জঙ্গিপুর হাসপাতালে এসে ঢুকে পড়েন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁর আসার কোন খবরই জানতো না। তখনও আউটডোরে অনেক ডাক্তারের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন সি, এম, ও, এইচ। চক্ষু বিভাগে ডাক্তারের হেল্পার প্রেসক্রিপশন করেন জানতে পেরে অভিযুক্ত কর্মীকে ভর্ৎসনা করেন। হাসপাতালের ভিতরে দাদালদের সীমাহীন দাপটে সাধারণ রোগীরা কতটা দিশেহারা প্রত্যক্ষ করেন। সি এম ও এইচকে সব থেকে বেশী অবাক করে ফ্যামিলি প্ল্যানিং দপ্তরে শিশুদের যেখানে পোলিও ড্রপ বা ইংজেকসন দেয়া হচ্ছে তার পাশেই টি বি রোগীদের ইংজেকসন চলছে। কচি শিশুদের মধ্যে টি বি রোগীদের বসে থাকতে দেখে সি এম ও এইচ কর্মীদের বকাবকি শুরু করেন। হাসপাতালের রোগীদের ইনজেকসনের জন্য "ফার্মেসী ঘর" ও কর্মী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা তাঁকে রীতিমত বিস্মিত করে।

আই সি নাই তাই ডাইরী হবে না।

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ অক্টোবর দুপুরে বালুরঘাট-দুর্গাপুর রুটের একটি ষ্টেট বাসে ছিনতাই হয়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের চাঁদের মোড় থেকে আহিরণের মধ্যে দুষ্কৃতীরা কনডাকটরের ব্যাগ থেকে প্রায় সাত হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়ীটি দুর্গাপুর যাচ্ছিল। নিকটবর্তী থানা রঘুনাথগঞ্জে ডাইরী করতে এসে কনডাকটরের এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়। তাঁকে দীর্ঘ পাঁচ/ছ' ঘন্টার ওপর বসিয়ে রাখে রঘুনাথগঞ্জ থানার ডিউটিরত কর্মীরা। ওদের কথা—'আই সি না এলে ডাইরী নেয়া যাবে না। পুলিশ সুপার এসেছেন এখানে, তাঁর সঙ্গে গেছেন আই সি।' আই সির জন্য সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে কনডাকটর বেচারা ডাইরী করে তবে যান। এই হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ থানার হালফিল পরিষেবা।

চোর ধরতে গিয়ে পুলিশ জুয়ারি ধরে কোর্টে চালান দিলো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভার পুরোনো সবজি বাজার ৫ নং ওয়ার্ডে মাঝে মধ্যে দোকান থেকে চুরি হচ্ছে। এর মধ্যে বাজার সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণচন্দ্র সরকারের ঘরে অভিনব কায়দায় তালা ভেঙে ৬২ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। একের পর এক চুরি হওয়ায় গত সপ্তাহে ব্যবসায়ীরা পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ চোর ধরতে নেমে গভীর রাতে জুয়ার আসরে হানা দিয়ে কয়েকজনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের মধ্যে প্রাক্তন পুর প্রধান ও বর্তমানে ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সফর আলির বড় ছেলে হানজাল মহলদারও ছিলেন। সফর আলি পুলিশের ওপর প্রভাব খাটিয়েও কিছু করতে পারেননি বলে খবর। শেষে জঙ্গিপুর কোর্ট থেকে ছেলের জামিন হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই কার্তিক, বুধবার, ১৪১২ সাল।

দীপান্বিতা

গতকাল ছিল দীপান্বিতার রাত্রি। দীপান্বিতা বা দীপাবলী আলোর উৎসব। বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এই উৎসবের ধারা প্রবাহ। অন্ধকার হইতে আলোতে উত্তরণের উৎসব দীপান্বিতা। লোক ভাষায় ইহাকে বলা হইয়া থাকে দেয়ালী। সৃষ্টির আদিতে নাকি ছিল সুগভীর তমিস্রা। অন্ধকারের পর অন্ধকার এবং আদিহীন, অন্তহীন। তন্ত্রশাস্ত্র এই অনাদ্যন্ত তমসকে বলিয়া থাকে আদ্যাশক্তি কালী। এই কালী হইলেন নিখিল বিশ্বের আদি বীজ। আদিতে সবই ছিল তমময়। তমঃ বা তমিস্রাই হইতেছে সৃষ্টির প্রথম রূপ। পন্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—কালী হইতেছেন সেই অবজ্ঞাত অলক্ষণ অরূপের প্রতিমা। সৃষ্টির আদিতে তমোরূপা যে আদি শক্তি—তাহাই হইতেছে নির্গুণ নিষ্ক্রয় রূপ। তখন সৃষ্টি ছিল না।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীমায়ের আরাধনা চলিয়া আসিতেছে আবহমানকাল হইতে। কালী বা শ্যামাকে লইয়া এই উৎসবের সমারোহ। তবে দেবীর কৃষ্ণবর্ণ রূপ অপেক্ষা শ্যামবর্ণই কিছুটা স্নিগ্ধ। অনেকে বলেন– শ্যামবর্ণে প্রাণ ধর্মের প্রাচুর্য বেশী। তাই বোধ হয় ভক্তেরা দেবীর শ্যাম বর্ণকেই বেশী পছন্দ করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে শ্যামবর্ণ আকাশের রঙ। অনন্ত আকাশের আবার কোন বর্ণ নাই। দূর হইতে তাহাকে শ্যাম বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কালীরও তেমনি কোন বর্ণ নাই। তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার।

কালী হইলেন শক্তির দেবতা। বাংলা আর শক্তি সাধনার সিদ্ধ পীঠভূমি। এইখানে আবির্ভূত হইয়াছেন কত শত শক্তি সাধক। তাহাদের সাধনা গুপ্ত যোগাচারের মধ্যে সীমিত থাকেনি, ভাব সাধনায় তাহা অভিব্যক্তও হইয়াছে। ভয়ংকরী কালী বাঙালি সাধকের নিকটে মাতৃভাবে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। এই সাধনা বাৎসল্য রসে অভিসিঞ্চিত। বাঙালীর ভাব সাধনায় তিনি কখন জননী, কখন জায়া আবার কখন দুহিতা। দুহিতা রূপে ভক্তের বেড়া বাঁধিবার কাজে সহায়তা করেন। আবার নিজ পরিচয় গোপন করিয়া শাঁখারির নিকটে শাঁখা পরেন। কালী অতি প্রাচীন দেবী। সাধকদের মননে ও ধ্যানে তিনি নানাভাবে প্রকটিতা।

কালী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া দীপাবলী উৎসব। এই আলোর উৎসবের প্রবর্ত্তনা কখন তাহা বলা দুরূহ। নানা মুনির নানা মত রহিয়াছে। কোন কোন দেশে কোন কোন ধর্মের মানুষ এই উৎসবকে বিজয়োৎসব হিসাবে পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসবে চিরায়ত প্রার্থনা ঃ তমশো মা জ্যোতির্গময়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

সম্ভবতঃ ২০০০ সালে জঙ্গিপুর পৌরসভার ভোটের আগে প্রাক্তন এম, পি আবুল হাসনাৎ খাঁনের এম পি ল্যাডের ১৭ লক্ষ টাকায় গোফুরপুর বরজের জিদ্দিপাড়া থেকে বাবুবাজারের কাছাকাছি ফুলবাড়ী পর্যন্ত তিন চারটি পাড়ার ড্রেনের জল নিকাশির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিন-চার ফুট গভীর করে খোলা হাইড্রেন তৈরী হয়। কিন্তু তদারকির অভাবে সেটি বারো মাস আবর্জনায় ভর্তি থাকে। এর ফলে ড্রেনের কিনারা বরাবর জল জমে থেকে মশার উপদ্রবের অঙ্গে পচা আবর্জনার দুর্গন্ধে এলাকাকে দূষিত করে। ড্রেন লাগোয়া বাড়ীর বাচ্চারা প্রায় খোলা ড্রেনের মধ্যে পড়ে আহত হয়। স্থানীয় লোকের অভিযোগ, সরকার আদা জল খেয়ে ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার মত মারাত্মক রোগ ঠেকাতে উঠে পড়ে লাগলেও গোফুরপুর বরজের হাইড্রেনের মতো জঙ্গিপুর পৌরসভার অনেক ড্রেন আছে যেগুলো বারোমাস গলা বরাবর আবর্জনায় ভর্তি থাকে। এ ছাড়া, পৌরসভা অধিকৃত নালাগুলো সংস্কারের অভাবে বন্ধ হয়ে জল জমে পরিবেশ দূষিত করছে। আমার মতো সাধারণ মানুষের দাবী জঙ্গিপুরের পৌরপিতা এলাকার হাইড্রেন ও লো ড্রেনগুলো আবর্জনামুক্ত করে জল নিকাশীর ব্যবস্থা চালু করে সুস্থ পরিবেশে আমাদের বাঁচতে দিন।

আবেদ সেখ, জঙ্গিপুর

কটুক্তির শিকার প্রসঙ্গে

গত ১৯ অক্টোবর ২০০৫ এর জঙ্গিপুর সংবাদে জঙ্গিপুরের কোবরা ইয়ংস ক্লাবের কয়েকজন সদস্যর (দুষ্কৃতি) কটুক্তির শিকার হয় রঘুনাথগঞ্জের একটি পরিবার প্রকাশ পেয়েছে। এটি ভুল তথ্য। আমাদের ক্লাবের কোন সদস্য এই ঘটনায় জড়িত নয় ও ক্লাবের সামনেও এই ঘটনা ঘটেনি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংবাদ-পত্রকে প্রভাবিত করা হয়েছে আমাদের ক্লাবকে হেয় করার জন্য।

মানবকুমার দাস, সম্পাদক
কোবরা ইয়ংস ক্লাব, জঙ্গিপুর

পুনরাগমনায়

হরিলাল দাস

গতবার বিষয়গতভাবে যে সম্ভাষণ জানিয়েছ, এ বছরেও তারই পুনরাবৃত্তি। ভদ্রলোকের এক কথার মত সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চিরকেলে। ভোটারদের দুর্ভোগের উপর ভর করে যাঁরা আছেন কাঁধে চেপে তাঁরা পুজোর পাঞ্জাবি পিঠ ফাটিয়ে আমাদের দুর্দশা রিলিফ করতে আসেন। আমাদের দুর্দশা টিকে আছে বলেই না তাঁদের হাতে ত্রাণ। এখন মাঝে মাঝেই কোনও বেয়ারা টি. ভি. ক্যামেরা-ম্যান তেনাদের আসল চেহারাটা উদোম করে দিচ্ছেন। তখন "বড় গোল বাধিয়া যাইতেছে।" সামাল সামাল। আবার কয়েক প্রস্থ মিথ্যা তথ্য সাংবাদিক সম্মেলনে। শেষে ধুয়া আছেই—উন্নততর বামফ্রন্ট।

ফ্রন্টে ফাটল দেখে কিছু লোক আশান্বিত। ভুল। ফাটলে পলেস্তারা ঢাকতে গোপন মুখ শোঁকাশুঁকি। সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি। সব থিম প্রায় ফুরোবার মুখে প্রকৃতি তুলে দিল আর এক থিম—ভূমিকম্প। ব্যস, লুফে নাও। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দরদি কৌটা বসিয়ে সব স্ক্যান্ডেল ঢাকা দাও। আর যেহেতু এ ভূকম্পে কোন রাষ্ট্রীয় সীমা মানেনি, তাই এবারের ত্রাণ দান আন্তর্জাতিক মানের। দেশের মান রাখতে ঘরের সমস্যাগুলো ভুলে যান। চুলোয় যাক এ রাজ্যের খরা-বান। মুক্ত হস্তে করুন দান—একটাই এখন শ্লোগান। সঙ্গে থাকছে, ৺বিজয়ার মৌখিক শুভেচ্ছা অফুরান। আর কামনা—আবার এসো মা, দুর্দশারিলিপ প্রদায়িনি।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি চলে আসুন।

কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

গ্রামের হারিয়ে যাওয়া কালীপুজো

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তখন সংখ্যায় কত তা জানি না, তবে ছোট। আমার শিশুকালের অনেকটা জায়গা জুড়ে রাঙামাটির ছোপ রয়েছে। শৈশবের স্মৃতিটা মামাবাড়ীর ঘটনাই ঠাঁসা। মামাদের পরিচয় প্রতিষ্ঠা বাংলা জুড়ে, আমার তো তা নেই, তবে ছোটর সেল্‌ফটা মামাবাড়ীর রং বে-রংএর ঘটনাই ভরা। বীরভুম মানে রাঢ়এর কোন এক প্রান্তর। গ্রামের পাশ দিয়ে কাঁদর বয়ে চলেছে। 'সন্ধ্যাজল' বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণের গ্রাম। সবটাই মুখুজ্জ্যেদের। দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে যেখানে আকাশ মাটি ছুঁয়েছে বলে মনে হতো সেখান পর্যান্ত, "তুমাদের জমি—লয়!" বলে গাজা মাল মামাদের মাহিন্দার আমাকে কোলে নিয়ে মাথা দুলাতো। মোষের পিঠে চেপে ধান কাটার শেষে জমি কুড়ানো শিস শুদ্ধ ধান নিয়ে এসে ভক্তর দোকানে দিয়ে গুড়ঝুরি খেতাম। রাঢ়ে খুরমাকে গুড়ঝুরি বলে। বাবুর বাড়ীর ছেলে বলে ভক্ত পরিমাণে বেশী দিত। এর জন্য লাঞ্ছনাও জুটেছিল প্রচুর। ৬০-এর দশকে গ্রামে জোতদারদের সমৃদ্ধি ছিল। বড় মাপের মনও ছিল। রাঢ়ের দারিদ্রতা আমাকে শিশুতেই ব্যথিত করতো। মাকে শুতে গিয়ে প্রায় বলতাম—আমি বড় হয়ে সব ধান গাজা মামাদের দিয়ে দেবো। মাকে সবাই শ্রদ্ধা করতো তাঁর ব্যবহারের জন্যও বেহিসেবী দেয়া থোয়ার জন্য। গাজামামা আমাদের মাহিন্দার ছিল। এখনকার মতো কাজের লোককে নাম ধরে ডাকা বা অশ্রদ্ধা করার যুগ সে সময় ছিল না। দাদুকে সবাই ভীষণ ভয় পেতো। কম কথা বলা বিশাল লম্বা চওড়া মানুষ। চশমার ভিতর থেকে তাকালে মনে হতো সব দেখে ফেললো। কেমন বুক ঢিপ ঢিপ করতো। মায়ের কাকাদের মধ্যে আমার ছোটদাদু বারিদবরণ মুখার্জ্জীর ডাক নাম ছিল পটলবাবু। খুবই হাসিখুশী ভোজনদার মানুষ ছিলেন। ছোটদাদুর কাজ ছিল আমার পেট বাজিয়ে বলতেন রাতের খাওয়া ওর বন্ধ। আমার ভীষণ রাগ হতো। মা হেসে বলতেন কাকা ওকে পোড়ের ভাত দেবো। শীতকালটা প্রতি বছর মামাবাড়ির গ্রামেই কাটাতাম। কালীপুজোর আগে নারকেলের মালই ফুটো করে একটাতে পাটকাঠি ভরে আর একটাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে মালপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে টর্চলাইটের খেলা করতাম। রাতে লোহার কড়াই-এর গরম ঝোল আর ভাত। তারপর ঢালাও বিছানায় সবাই মিলে হুটোপুটি। মায়ের চিৎকার—দাদুর গলার আওয়াজ। সবাই চুপচাপ। এরপর কালীপুজোর ধুম শুরু হতো মামার বাড়ীতে। সব মামা-মামী কলকাতা থেকে এসে গ্রামের বাড়ীতে পেঁছতেন। সার সারি ঢাক, ছাগলবাঁশি, চড়বড়ের গুরু গুরু আওয়াজে গোটা গ্রাম জড় হচ্ছে আমাদের খামারবাড়ীর সামনে। পাশে গোয়াল ঘরে সারি সারি গরু মোষ শব্দে চমকে, চমকে উঠছে। আমরা সবাই দালানে চেয়ার পেতে বসে পুজো দেখছি। দাদুদের ভয়ে আমার মামাতো, মাসতুতো ভাই বোনেরা চুপ। গাজা মালের ছেলেমেয়েরা নিচে বসে ঠান্ডায় পুজো দেখতো। গাজা মামা বাড়ীর পিছনের শিবগড়ে থেকে পাঁঠা চান করিয়ে আনতো। নাকু মুখুজ্জ্যে জিব বার করে এক এক কোপে পাঁঠা কেটে ফেলতো। আমরা ঘুমের ঘোরে ঢলে ঢলে পড়তাম। শেষে সবাই গিয়ে শুয়ে পড়তাম। ভোরবেলা মটরা কলু চড়বড়ি বাজিয়ে পাহারাদারের গলার আওয়াজে 'আওতি জাওতি সমেত ফলাহারের নেমতন্ন' বলে চিৎকার করা মাত্রই আমরা সবাই তড়াক করে লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়তাম। ভিতর বাড়ি থেকে মুখে চোখে জল দিয়ে খামার বাড়ীতে এসেই দেখতাম হ্যাঁচাকের আলোতে বাড়ীশুদ্ধ লোক জেগে বসে আছে। মা বলত, শ্যামা বাবাকে ডাকতো। শ্যামা মামা দাদুকে ডাকতেন। "দাদু গম্ভীরভাবে বসামাত্রই সবাই খেতে বসতো। বাড়ির বড়রা ও গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা এক সারিতে দোতলার বারান্দায়, উল্টো দিকে আমাদের ছোটদের বসার জন্য শতরঞ্জি পারা হতো। নিচে কলু, মাল, কামারদের পঙ্‌ক্তি। ঢালাও খাওয়া হতো। আমি পেট রোগা, তাই যাঁরা পরিবেশন করতেন তাঁরা অনেক কিছুই বাদ দিতেন আমার পাতে দিতে। রাগে গর্‌গর্‌ করতাম। মুখে কিছু বলার জো ছিল না। আমি আর আমার দাদা, মায়ের এক কাকা শম্ভু দাদুর উল্টোদিকে খেতে বসতাম না। কারণ শম্ভু দাদু খেতে খেতে পাতের মাছ বা মাংস তুলে দিত, যা আমাদের পছন্দ হতো না। একবার আমি আর দাদা শম্ভু দাদুর উল্টোদিকে পাতা পাওয়া মাত্রই বেফাঁস বলে ফেলতাম, "দাদা পালা দাদুর এঁটু না খেতে চাস তো।" দাদুর গাল, 'ধর শালাকে, ক্ষমার এই ব্যাটাটা কঠিন জিনস।' আমার দাদা ভীষণ গম্ভীর ও আত্মসম্মানবোধ ছিল। যদি দাদু কিছু বলেন ভেবে দাদা পালালো না। আমি তখন পাতা হাতে দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে। দাদার হতভম্ভ অবস্থা দেখে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যেতাম। সেবার শম্ভু দাদুর এঁটু খাওয়ার পাল্লায় পড়ল ফুল মাসির ছেলেরা। কালীঠাকুর বয়ে নিয়ে আসা থেকে পাঁঠা চান করানো পর্যন্ত আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গাজামামার (মাল) সঙ্গি ছিলাম। এখনকার মতো ইলেকট্রিক আলোর ছড়াছড়ি তখন ছিল না। রেড়ির তেলে প্রদীপ জ্বালা হতো। বাড়ীর ভিতরে অর্ডার দিয়ে ভিয়ান বসিয়ে রসের মিষ্টি হতো। গ্রামশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মাল, কলুর সমস্ত ছোট ছেলেদের ভিড় হতো এ উঠোনে। পড়ে যাওয়া ছানার টুকরো ভয়ে ভয়ে বামনঠাকুর সব ছেলেপিলের হাতে দিত। আমার দাদা দিদি মামা মাসির ছেলেমেয়েদের আত্মসম্মানবোধ কিংবা ভয় ছিল। আমি ছোট, সবার আদরের, ফলে আমার কোন বাধা ছিল না। আমি শিশুকাল থেকেই ভাল পর্যবেক্ষক। এটা এখনও। আমার পেশার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। কালীপুজো জীবনে বহু জায়গায় বহুবার দেখলাম। কিন্তু শৈশবের স্মৃতিতে ঐ গ্রামের পুজো আজও মনে ধরে আছে। ঘট ভরার সময় পাটকাঠির মাথায় মশাল তৈরী করে ১০৮টি জয়ঢাকের বুক কাঁপানো শব্দে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঘট ভরা হতো। দীপাবলী এভাবে গোটা গ্রামে ক্ষণিকের অন্ধকার দূর করত। ছাগল কাটত গ্রামে। হরেন কামার রণপা পরে হাঁটতো ঢাকের পিছে পিছে, আর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতো। সবশেষে খড়ের বেরো পাকিয়ে তার ওপর গ্যাস বাতি আর হ্যাচাকের সারি যেত। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সহস্র ঢাকের আওয়াজ কেমন ভয় ভয় করত। কিন্তু কি এক উন্মাদনায় পিছন ছাড়তাম না। গোটা গ্রাম ঘুড়ে গুটিং এ পায়ের তলা ছিঁড়ে কালীমন্দিরে এসে বড় বড় শ্বাস নিতাম। তার কুচকুচে কালো মূর্ত্তির ওপর সাদা ডাকের সাজ দারুণ লাগতো।

ছিঁচকে চোরের উপদ্রব ধুলিয়ানেও

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান শহরের বিশিষ্ট লৌহ ব্যবসায়ী নেমীচাঁদ জৈনের দোকানে গত ২৮ অক্টোবর রাতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। দোকানের বাইরে পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও দুষ্কৃতিরা ভিতরে ঢুকে সাড়ে তিন হাজার টাকার ব্যাগ ভর্তি কয়েন ও কিছু কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের জাহেরুল সেখ ও স্বপন সেখ নামে দুই যুবককে তাদের বাড়ী থেকে টাকার ব্যাগ সমেত পাকড়াও করে। এখানে কিছুদিন থেকে ছিঁচকে চোরের উপদ্রবে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত বলে খবর।

চাষী আদালতের আশ্রয় নিলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে পোলের দাম, ট্রান্সফরমারের দাম, লেবার মজুরী ইত্যাদি যাবতীয় খরচের মোটা অঙ্কের কোটেশনের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দপ্তরে জমা দিতে হয়। অনেক চাষীকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে সুদেও টাকা নিতে হয়। বর্তমানে বিদ্যুৎ দপ্তরের ষ্টেশন সুপারের দপ্তরে, এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ারের দপ্তরে, বহরমপুরে সুপারিনটেনডেন্টের দপ্তরে ঘুরে ঘুরে আজ তাঁরা দিশেহারা। তাই বাধ্য হয়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জের ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্টকে প্রশ্ন করলে তিনি প্রেসের কাছে মুখ খোলা বাড়ন বলে জানান। কিছু জানতে হলে বিদ্যুৎ ভবনে চীফ পাবলিক রিলেসেন্স অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

বোমায় একজনের মৃত্যু—তিনজন আহত (১ম পৃষ্ঠার পর)

দলবল গালাগালি দিলে সে তা জাহিরের লোকজনকে বলে দেয়। এই নিয়ে বেলা ১০টা নাগাদ বেশ বচসা শুরু হয়। গ্রামের লোকজন এসে মীমাংসা করেও দেয়। বেলা আড়াইটা নাগাদ সকালের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আবার হাওয়া গরম হয়ে ওঠে। বচসা হতে হতে উভয় পক্ষই বোমাবাজী শুরু করে দেয়। পাশের গ্রাম থেকে বোমার শব্দ, চিৎকার শোনা যায়। হতভাগ্য তাহের একদিকে শালা সম্বন্ধী অন্যদিকে ভগ্নীপতির আত্মঘাতী লড়াই থামাতে মাঝে এসে উভয়কে হাতজোর করে সড়ে যেতে বলে। ঐ অবস্থায় জাহিরকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে সেটা নাকি তাহেরকে লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তাহের মারা যান। গ্রামে পুলিশ টহল চলছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপূজা, দীপাবলী ও ঈদের

বিশেষ উপহার

- ☐ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৮% (৬ বছর)
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১২% মধ্যে।
- ☐ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্ চেক্ (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপাঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা
সম্পাদক

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রত্যন্ত গ্রামের দুর্গাপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বালিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ২১০ বছরের দুর্গাপুজো এলাকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার আনে। মৃৎশিল্পী জয়চাঁদ মন্ডল ও চিত্রশিল্পী গৌতমাকুমার সান্যাল ও তাঁর সহযোগী নিতাই দাস, দিবাকর দাস ও শ্যামল সান্যালের হস্তনৈপুণ্যে দেবতাদের শক্তি সমন্বয়ে দুর্গার সৃষ্টি, পর্ব্বতে যুদ্ধের পর মহিষাশুর নাশের চিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই উপলক্ষে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র সাহার উদ্যোগে পূজা কমিটির কর্মীদের নিয়ে দশমীর দিন মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আশুতোষ দাস ও প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ কৃষি গবেষক রাধেশ্যাম মন্ডল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিধর্মনির্বিশেষে ১০৭ জন দুঃস্থ নরনারী-বালক-বালিকাকে ধুতি, শাড়ি, জামা প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি ও মিষ্টি দেয়া হয় এবং এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়—গত বছর রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে দুর্গা মন্দির পুনঃ নির্মাণ করে। এবারও পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করে।

মদ্যপ স্বামীর হেঁসোর আঘাতে স্ত্রী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ থানার হাউসনগর গ্রামের চামেলী বিবি নামে এক মহিলা তাঁর সদ্যপ স্বামীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হন গত ২৯ অক্টোবর বিকেল ৪-৩০ নাগাদ। জানা যায়, ঐ দিন চামেলী বিড়ি বাঁধাই-এর দেড়শো টাকা মজুরী নিয়ে বাড়ী ফিরে তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ের আহারের ব্যবস্থা করছিলেন। ঐ সময় তাঁর মদ্যপ স্বামী খাইরুল সেখ দশটা টাকার জন্য চামেলীর উপর জোরজুলুম করে। বার বার টাকা দিতে আপত্তি জানানোতে খাইরুল উত্তেজিত হয়ে হেঁসো দিয়ে চামেলীর শরীরে একাধিক আঘাত করলে চামেলীর মৃত্যু হয়। পুলিশ খবর পেয়ে খাইরুলকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়।

শ্রীমা শিল্প নিকেতন (গভঃ রেজিঃ)

অমিয়বালা শিক্ষায়াতন, সন্ন্যাসীডাঙ্গা

অফিস—রঘুনাথগঞ্জ মাষ্টারপাড়া

ফোন ঃ ২৬৭২৭০, ২৬৬২৩৯, ২৭১০৬৫, ২৬৭১৪৮

পঃ বঃ সরকারের ভোকেসনাল ট্রেনিং কাউন্সিল অনুমোদিত প্রশিক্ষণ চলছে।

(১) পুরুষদের জন্য আমিন, ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়ারিং। যোগ্যতা মাধ্যমিক।

(২) মহিলাদের টেলারিং, উলনিটিং, ফার, ফুড প্রসেসিং যোগ্যতা অষ্টম—মাধ্যমিক।

(৩) পুরুষ মহিলাদের **I. R. M. A.** মেডিকেল শিক্ষা জেলাতে প্রথম চলছে।

সরকারী চাকরী ক্ষেত্রে বা প্রাইভেট কাজ ও এক্সচেঞ্জে প্রযোজ্য।

(৪) হোষ্টেলযুক্ত প্রথম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ও থাকাসহ মহকুমাতে প্রথম শুরু হতে চলেছে। সহায়তায় মধ্য বঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদ্ পঃ বঃ। প্রতিবন্ধীদের বিবিধ সুবিধা আছে।